তারিখ ... ৭।১১।২০০৩
পৃষ্ঠা ১ ও ৪

দৈনিক সংবাদ

87

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

দায়ী কর্মচারী সাসপেন্ড ছাত্র আন্দোলন স্থগিত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের ব্যাপক আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ সোমবার সিন্ডিকেট সভায় পরিবহন সুপারভাইজার রুহুল আমিন বাবুকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার এবং অন্য ৩ কর্মচারীকে কারণ দর্শাও নোটিশ দেয়ায় ছাত্ররা আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে।

গতকাল সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে।

ইসলামী ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

ইসলামী ঃ সাসপেন্ড

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সমাবেশশেষে ক্যাম্পাসে সিন্ডিকেট সভা ঘেরাও করতে গেলে উপাচার্য সিন্ডিকেট সভা কুষ্টিয়া শহরে স্থানান্তর করে। ছাত্ররা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরিবহন নিয়ে সিন্ডিকেট সভা ঘেরাও করার জন্য কুষ্টিয়া শহরে চলে আসে। ৪/৫ হাজার ছাত্র সারা শহরে বিক্ষোভ মিছিলশেষে উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করতে গেলে পথে পুলিশ বাধা দেয়। এ সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্র এবং পুলিশ-বিডিআরের মধ্যে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও অন্যদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

পুলিশ-বিডিআরের বাধার মুখে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা উপাচার্যের বাসভবনের পূর্বদিকে অবস্থান নিয়ে সমাবেশ করে। বেলা ৪টা পর্যন্ত সমাবেশ চলে। সমাবেশে ছাত্রঐক্যের নেতাদের মধ্যে অনেকে বক্তব্য রাখেন। এদের মধ্যে রয়েছে এবিএম আবদুর রফেল, বিপ্লব সাহা, সাইফুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, ওহিদুজ্জামান, মনোয়ার হোসেন, বাকি বিল্লাহ বিকুল, দেওয়ান মাসুদ করিম মিঠু, বিন্দু, সাহাবুল আলম এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সমাবেশে ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের সাংগঠনিক সম্পাদক নূর আলম বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য প্রফেসর লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে সিন্ডিকেট সভা শুরু হয়। সিন্ডিকেট সভা যখন চলছিল তখন বাইরে হাজার হাজার ছাত্র বাবুর বহিষ্কারের দাবিতে সমাবেশ করছিল। সিন্ডিকেট সভাশেষে উপাচার্য সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত জানান। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত হলো পরিবহন সুপারভাইজার রুহুল আমিন বাবুকে সাময়িক বহিষ্কার, নজরুল, তুহিন ও ফারুককে কারণ দর্শাও নোটিশ এবং ট্রেজারার প্রফেসর মাহতাবউদ্দিন সরকারকে আহ্বায়ক করে ঘটনার পুনর্তদন্ত কমিটি গঠন।

ছাত্রনেতারা সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের সাথে কারাগারে আটক ৬৭ জনকে আগামীকাল বুধবারের মধ্যে মুক্তির দাবিতে আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষণা করেছে। কারাগারে আটকদের আগামীকালের মধ্যে মুক্তি এবং জননিরাপত্তা আইনে মামলা প্রত্যাহার করা না হলে ছাত্রঐক্য বৃহস্পতিবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম একেবারে বন্ধ করে দেবে।